গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে লাঞ্ছিতের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারককে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে এবং ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তাতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা,কর্মচারী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বৃন্দ।

আজ মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকাল ১১ টায় গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সামনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নের্তৃত্বে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আদিলা আজহার।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত সোমবার বেলা ১২ টায় আদালতের দায়েরকৃত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবোনালের একটি মামলার তদন্তকালে কিছু বহিরাগত যুবক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক কে লাঞ্ছিত করে।

লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় গতকাল গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক বাদী হয়ে গাংনী থানায় এজাহান নামীয় ৮ জন এবং অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জনের বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মামলা করেছেন। মামলায় এজাহার নামীয় আসামিদের দ্রত গ্রেফতারের দাবি জানান মানববন্ধনে অংশ গ্রহণকারীরা।

মামলায় আসামিরা হলো- গাংনী পৌরসভার শিশির পাড়া গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে বসির (৩৫), আব্দুর রশিদের ছেলে গাফার আলী(৩৭), আব্দুল মালেকের ছেলে ঈমান আলী, আব্দুল ওয়াহেদের ছেলে জনি (৩৬), নজরুল ইসলামের ছেলে সুমন (৩৫), মহাশিন আলীর ছেলে ইয়ামিন আলী(৩৭), আব্দুল ওয়াদু এর ছেলে সাইদুল ইসলাম(৩৭) ও মোরশেদ আলীর ছেলে চান্দু (৩৬)।

উল্লেখ্য: মেহেরপুর আদালতের বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল এর ২০৮/২০২৪ নাম্বার পিটিশন মামলা তদন্তের শুনানীর জন্য উভয়পক্ষকে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে ডাকা হয়। গতকাল সোমবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বাদী-বিবাদী অফিসের সামনে হাজির হলে উভয়পক্ষের লোকজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও বাক বিতন্ডা শুরু হয়। এসময় তিনি উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহবান জানান।

এক পর্যায়ে ১০/১২ জন যুবক রাগান্বিত হয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারকের হাতে থাকা মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেয় ও শার্টের কলার ধরে টানা হেচড়া করে লাঞ্ছিত করে। এর প্রতিবাদ জানালে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী তোফাজ্জেল হোসেনকেও লাঞ্ছিত করে এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং দেখে নেয়ার হুমকি দেয় তারা। এঘটনায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বাদী হয়ে গাংনী থানায় উল্লেখিত ব্যক্তিদের নামে একটি নিয়মিত মামলা করেন। মামলা নম্বর-৫।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে লাঞ্ছিতের অভিযোগ

আদালত কর্তৃক প্রেরিত মামলার তদন্তে শুনানীকালে গাংনী উপজলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক কে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে অবস্থিত উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় র্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর টীম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে লাঞ্ছিতের বিষয়টি ছিল গাংনীর আলোচিত ঘটনা। র্যাব,পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে আসলে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বর থমথমে অবস্থা বিরাজ করে।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে, গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক জানান, দাপ্তরিক কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে আদালতে দায়েরকৃত মামলার অধিকতর অনুসন্ধান, প্রতিবেদন ও সুষ্ঠু সমাধান করার লক্ষ্য সালিস মিমাংসা করতে

আদালতের পক্ষ থেকে আদেশ প্রদান করা হয়। সেই লক্ষ্য উপজলা পরিষদের প্রায় সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জানা গেছে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ (বিচারক) মো. তহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পিটিশন নং-১০৮/২০২৪ মামলার নিস্পত্তি করত আদেশ দেয়া হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ২৭ (১ক)(ক)ধারা অনুযায়ী এই আদেশ ৭ কর্মদিবসের মধ্যে একটি লিখিত অনুসন্ধান প্রতিবেদন এবং উক্ত প্রতিবদনের সমর্থন সাক্ষীদর সাক্ষ্য গ্রহনের কাগজ পত্র সহ প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রমান দাখিলের নির্দশনা দেয়া হয়।

পারিবারিক আদালত সালিস মিমাংসা করতে সে মোতাবেক গতকাল সোমবার বাদী ও বিবাদীদর শুনানীত আহবান করা হয়। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক যথারীতি মামলার বাদী সীমা খাতুন ও বিবাদী তুহিন আলীকে নিয়ে উভয়পক্ষের স্বাক্ষীদের নিয়ে শুনানী করছিলেন। এমতাবস্থায় একদল দুর্বত্ত শিক্ষা অফিসে এসে আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি শুরু করে এবং বিবাদীপক্ষের লাকজনের উপর চড়াও হয়। একপর্যায়ে তাদেরকে কিল ঘুষি মারতে থাকে। বাইরে হট্টগাল ও গালিগালাজ শুনতে পেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক অফিসের গেটের সামনে আসেন। একদল উছৃংখল দুর্বৃত্ত শিক্ষা অফিসারের উপর চড়াও হয় এবং তার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এসময় শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারককে নানাভাবে অশ্রাব্যভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে দুর্বৃত্তরা। একপর্যায়ে তার শার্টের কলার ধরে টানাহেচড়া করে লাঞ্ছিত করে।

খবর পেয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা দ্রুত শিক্ষা অফিসে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন। পরবর্তীতে ঘটনার বিবরণ জানতে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারকর অফিস কক্ষে আলাচনায় বসেন। এসময় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক ঘটনার বর্ণনা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকর্তা, আমার অফিসে বসে দাপ্তরিক কাজর পাশাপাশি আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী মামলার শুনানী করছিলাম। এসময় ১৫/২০ জন যুবক আমাকে শার্টের কলার ধরে টানা হেচড়া করে, আমার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তিনি আরও বলেন, বহিরাগত দুবর্ত্তরা আমাদের অপমান করে, লাঞ্ছিত করে, তাহলে আমি বা আমরা কিভাবে কাজ করবো। এসময় একাধিক কর্মকর্তারাও বলেন, এমন পরিস্থিতি হলে আদালতের প্ররিত কোন সালিস, তথ্য প্রমান, অনুসন্ধান রিপোর্ট দিতে পারবো না। তবে সিসি টিভির ক্যামেরায় ত্রুটি থাকায় ঘটনার সাথে জড়িতদের সনাত্ব

করা সম্ভব হয়নি বলেও জানান মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে জেলা প্রশাসককে বিষয়টি অবহিত করি। পরবর্তীতে ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে কঠোর ভুমিকা রাখেন জেলা প্রশাসক স্যার। তিনি আরও বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুর্বত্তদের সনাক্ত করা হচ্ছে। তাৎক্ষনিকভাব গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল, মেহেরপুরে দায়িত্ব প্রাপ্ত সেনাবাহিনীদল, র্যাব-১২ এর ক্যাম্প ইনচার্জ আশরাফুল্লাহক বিষয়টি অবহিত করা হয়। ঘটনায় জড়িতদের দ্রত আটক এবং আইনগত ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন বলেও উপস্থিত সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

উল্লখ্য,গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের সোহরাব আলীর মেয়ে সীমা খাতুনের সাথে একই উপজলার ঝোরপাড়া গ্রামের মোখলেছুর রহমানের ছেলে তুহিন আলীর প্রেমর সম্পর্ক নিয়ে ১ বছর আগে নিকাহ রেজিষ্টারের কার্যালয়ে বিয়ে হয়। পরবর্তীত পারিবারিক ভাবে ভুল বুঝাবুঝি হলে ছেলে তুহিন আলী বিয়ের বিষয়টি অস্বীকার করে। স্ত্রী সীমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এ নিয়ে সীমা খাতুন আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। মামলা দ্রত নিষ্পত্তি করতে ইতোপূর্বে গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে নির্দশনা দেয়া হয়েছিল। মামলা নিষ্পত্তি করতে তিনি স্বামী তুহিনের ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। কিন্তু স্ত্রী বাদি সীমা খাতুন নারাজি দিয়ে আদালত অবমাননা করে চলে যায়। পরবর্তীত উক্ত মামলা পুনঃ প্রতিবেদন করে নিস্পত্তি করতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সেই আলোকে তিনি উভয়পক্ষর শুনানী করছিলেন।

গাংনীতে বিশেষ টাস্কফোর্সের অভিযানে জরিমানা আদায়

গাংনীর বামন্দী বাজারের বাদল ট্রেডার্সকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা

করেছে মেহেরপুরের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিশেষ টাস্কফোর্স।

আজ সোমবার বিকেলে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বামন্দী বাজারের মাছ, মুরগী, সবজিসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা হয়।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিশেষ টাস্কফোর্সের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট এনডিসি মো: সাজেদুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশেষ টাস্কফোর্স টিম বামন্দী বাজারের বাদল ট্রেডার্সে অভিযান চালায়। দোকানে দ্রব্যের মূল্য তালিকা না থাকায় অত্যাবশকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৫৬ এর ৬/১ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সময়ে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মূল্য তালিকা না থাকায় তাদেরকে সতর্ক করা হয়।

অভিযানে সহায়তা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি টিম।

মেহেরপুরে পুলিশের দায়ের করা মামলায় ২০০ জন খালাস

শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমির ও পৌর কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি খাইরুল বাশার ও গাংনী পৌর জামায়াতের সাবেক আমির আব্দুল মজিদসহ জামায়াতের দুই শ নেতা কর্মীর নামে পুলিশের দায়ের করা মিথ্যা মামলার সকল আসামিকে খালাস দিয়েছে আদালত।

আজ সোমবার (৪ নভেম্বর) জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবুবকর সিদ্দিক এই মামলার জামায়াতের সকল নেতাকর্মীদের বেখসুর খালাসের এই রায় দেন।

২০১৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মুজিবনগর উপজেলার গৌরীনগর গ্রামের

খালের ধারে জামায়াত নেতাকর্মী জড়ো হয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এসময় মুজিবনগর থানা পুলিশ জামায়াত নেতাকর্মীকে ছত্রভঙ্গ করতে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ ও টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে। এসময় পুলিশ ও জামায়াত নেতাকর্মীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে শিবির কর্মী দেলোয়ার হোসেনসহ ৬ জন গুলিবিদ্ধ হন।

গুলিবিদ্ধ দেলোয়ার হোসেনকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথের মধ্যে মারা যান। এসময় গুলিবিদ্ধ হন, শিবিরকর্মী হাসিবুল ইসলাম, রাফিউল ইসলাম, জামায়াত কর্মী আক্তারুজ্জামান, আব্দুস সালাম ও মানিক হোসেন।

এসময় মুজিবনগর থানা পুলিশের তৎকালিন ওসি রবিউল ইসলাম, এসআই মান্নানসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।

পুলিশের উপর হামলা ও সরকারি কাজে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ এনে মুজিবনগর থানার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে জামায়াত শিবিরের ২০০ নেতাকর্মীর নামে মামলা করেন। মামলার নং ৬৩২/১৩ ইং।

মামলায় প্রধান আসামি করা হয় শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন মেহেরপুরের সভাপতি ও তৎকালিন বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মুকুল।

এছাড়া মামলার উল্লেখযোগ্য নেতারা হলেন, মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমির সোহেল রানা ডলার, জেলা ছাএ শিবিরের সাবেক সভাপতি মো: সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি খাইরুল বাশার, গাংনী পৌর জামায়াতের আমির আব্দুল মজিদ।

মামলাটি দীর্ঘদিন চলার পরে আজ সোমবার দুপুরে নির্ধারিত দিনে জামায়াত শিবিরের ২০০ নেতাকর্মী আদালতে উপস্থিত হলে বিচারক সব আসামিকে বেকসুর খালাস দেন।

মেহেরপুর জেলা শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল জানান, ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশ জামায়াত ইসলামীর অসংখ্য নেতাকর্মীর নামে গত ১৬ বছরে ৮৬টি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। এসব মামলায় আসামি করা হয়েছিলো কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে। স্বেরাচার সরকারের আমলে এসব মামলায় জামায়াতের শতাধিক নারী নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে পুলিশ। জামায়াত শিবিরের শত শত নেতাকর্মীকে রিমান্ডের নামে করা হয়েছে অমানবিক নির্যাতন।

এ মামলাসহ ১১টিতে খালাস পেয়েছেন আসামিরা। বাকী মিথ্যা মামলাগুলো থেকেও দ্রুত খালাস পাবেন এ প্রত্যাশা জামায়াতে নেতাদের।

মেহেরপুর ডিকেআইবি নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, ডি.কে.আই.বি নির্বাচনে মেহেরপুর জেলা শাখার নির্বাচিত সকল সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিস হলরুমে, ডি.কে.আই.বি নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার সাবেক কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামের আয়োজনে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন, নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি মেহেরপুর সদর কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি অফিসার জাকারিয়া পারভেজ, সাধারণ সম্পাদক গাংনী কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি অফিসার সেলিম রেজা নবী সহ কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিকেআইবি এর সাবেক সভাপতি রুহুল কুদ্দুস।

মেহেরপুরে চিকিৎসক ভাতিজার

বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সংবাদ সম্মেলন চাচার

বন্টনকরা মিমাংসিত জমি দখল করে ভবন নির্মাণের অভিযোগ তুলে চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার দুই চাচা আব্দুল হালিম ও মনিরুল ইসলাম।

আজ সোমবার (০৪ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে তারা এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে আব্দুল হালিম বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মৌজায় আমার পৈত্রিক সম্পত্তি ২৯ শতকের মধ্যে ১২ শতক জমি ২০০৪ সালের ১৪ মে বণ্টননামা মূলে পেয়ে আমি ভোগ দখল করি এবং আমার অংশের ডোবা শ্রেণীর জমি আমি অনেক অর্থ ব্যয়ে মাটি ভরাট করে পাকা একতলা বসত বাড়ী নির্মাণ করি। আমার ভাই মোঃ আব্দুল লতিব তার ছেলে মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন, ছোট ছেলে আমির হাসান হিমেল (মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক) আমাদের পৈত্রিক বাড়ীতে বসবাস করে এবং আমাদের পিতার মৃত্যুর পর আমার অংশের মূল্য অনুমান ২০ বৎসর পূর্বে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নির্ধারণ করে আমাকে নগদ অর্থ পরিশোধ করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে আমাকে কোন অর্থ প্রদান করে নি, টাকা চাইতে গেলে খুন জখমের হুমকী দেয়।

আমার দীর্ঘদিনের ভোগ দখলকৃত মেইন রাস্তা সংলগ্ন বাড়ির সামনে ০৩ শতক জমি জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতেছে। এমতাবস্থায়, আমার লতিব ও তার দুই ছেলে আমার অসহায়ত্বের সুযোগে গত ১২ অক্টোবর সকাল অনুমান ১০ টার দিকে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন লোক মারফত হুমকী প্রদান করে এবং পরের দিন জায়গার উপর গাছ কেটে ফেলে আমাকেসহ আমার পরিবারের সদস্যদের মারধর করে জমিটি জবরদখল করে নেয়। পরবর্তীতে আমরা আদালতের স্মরাণাপন্ন হয়। মামলা দায়ের করলে আদালত দখলকৃত জমির উপর ১৪৫ ধারা জারি করে স্থিতি অবস্থানে থাকার জন্য উভয়পক্ষকে নোটিশ প্রদান করেন।

আদালতের আদেশ অমান্য করে গত ২০ অক্টোবর আব্দুল লতিব, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আমির হাসান হিমেল ও মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন সন্ত্রাস

বাহিনী নিয়ে দখলকৃত জমিতে অনাধিকার প্রবেশ করে জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা করে। তাদের বাধা দিতে গেলে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন নিজে সহ তার নির্দেশে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আমির হাসান হিমেল আমার স্ত্রীকে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারে এবং মাথার চুল ধরে মাটিতে টানাহেচড়া করে। এসময় আব্দুল হালিমের স্ত্রী রজিনার দেবর মনিরুল ইসলাম চঞ্চল তাকে বাঁচাতে ছুটে এলে তাকেও মারধর করে গুরুত্বর আহত করে।

মুজিবনগরে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযানের শুভ উদ্বোধন

“ছাত্র শিক্ষক কৃষক ভাই ইঁদুর দমনে সহযোগিতা চাই” -এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২৪ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার (৪ নভেম্ববর) সকাল ১১ টায় উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়।

র্যালিটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ হলরুমে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে ইঁদুর দমন বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স ও মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান (শের খাঁন), সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ শফিউদ্দিন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার রফিকুল ইসলাম।

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিক, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের

কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং কৃষক প্রশিক্ষণার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সাবেক এসপি, আওয়ামী লীগ নেতাসহ ২৮ জনের নামে মামলা

মেহেরপুরে ২০১৯ সালে ক্রসফায়ারে মোঃ মোসায়েদ হত্যার অভিযোগ এনে আদালতে তৎকালীন পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতে নিহতের পিতা মোঃ মসলেম আলী বাদী হয়ে মামলার আবেদন করেন। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সিআইডিকে এজাহার নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার আসামিরা হলেন মেহেরপুরের তৎকালীন পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্বিক) আঃ মতিন, ডিবি ওসি ওবাইদুর রহমান, এ.এস.আই (নিঃ) মোঃ সাইদুর রহমান, রেজাউল হক, এস.আই আব্বাস, ডিবি মেজবাহ, ওসি রবিউল ইসলাম, এস.আই (নিঃ) বিধান কুমার বিশ্বাস, এ.এস. আই (নিঃ) সাইদুর রহমান, নায়েক আব্দুর রহিম, মোঃ ইকবাল হোসেন, মোঃ তোয়াজ আলী, সাধন কুমার, মিনহাজ, নারদ কুমার, এস.আই অর্জুন, সদর থানা এস.আই জিয়া, পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, তুফান, চঞ্চল, মোঃ সেলিম রেজা, কাজী খালেদ সাইফুল্লাহ, মোঃ আঃ হাদি, আবু সুফিয়ান, সোহাগ, বারিকুল ইসলাম লিজন, নিয়ত আলী।

মামলার আরজিতে বলা হয়েছে, মৃত মোসায়েদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি.এন.পি এর একজন তৃনমূল পর্যায়ের কর্মী ছিল। এই মনোরাগে আসামীগণ বাংলাদেশ পুলিশ প্রশাসনে কর্মরত থাকায় আসামীগণ আওয়ামীলীগ দলীয় নেতা কর্মী হওয়ায় তাহাদের প্ররোচনায় মৃত মোসায়েদ কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাদক মামলায় গেফতার দেখাইয়া আদালতের মাধ্যমে মিথ্যা মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করতো।

২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ রাতে মোসায়েদ কে রাতে বাড়ী হইতে গ্রেফতার করিয়া মেহেরপুর সদর থানায় নিয়ে যায়। পরের দিন সকাল বেলায় আমি ও ১ নং স্বাক্ষী আমার মৃত ছেলের বউ খাবার ও নৃত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ে ছেলেকে থানায় দেখতে যায় এবং ছেলেকে হাজত খানায় দেখতে পাই।

৩ তারিখে আসামীরাসহ অজ্ঞাত পরিচয়ে পুলিশ মেহেরপুর থানা হাজত খানা হইতে অজ্ঞাত স্থানে স্থানে নিয়ে যায় আওয়ামীলীগের তৃণমুল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের মদদে আসামীরা আমার মৃত ছেলে মোসায়েদকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে এবং তাহা জানাস্বত্বেও প্রকৃত ঘটনাটি ভিন্নভাবে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে কোন সংবাদ না দিয়ে লাশ মর্গে আনিয়া তড়িঘড়ী করিয়া সুরুতহাল ও ময়না তদন্ত করিয়া আসামীদের প্ররোচনায় আমার নিকট লাশ তড়িঘড়ী করিয়া লাশ প্রদানের নির্দেশনা দেয়।

আমি আসামীদের নিকট আমার মৃত ছেলে মোসায়েদ এর সুরুত হাল ময়না তদন্তের রিপোর্ট দাবী করিলে আসামীগণ তাহা দিতে অস্বীকার করে এবং আসামীরা আমাকে ভয়ভীতি দেখাইয়া বলে যে, এই বিষয় লইয়া কোন আইন পদক্ষেপ নিলে আমার মৃত ছেলে মোসায়েদ এর মত আমাকেও খুন করিয়া লাশ গুম করিয়া দিবে।

সেকারণে আমি হত্যার বিষয়ে ন্যায় বিচার পাইবার জন্য নালিশ করিতে ভীত হইয়া পড়ি। ০৫ ই আগস্ট ২০২৪ এর গণ বিপ্লবের পর দেশে ন্যায় বিচারের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় আসামীদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞ আদালতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে বিলম্ব হইল।

মুজিবনগর উপজেলা বিসিডিএসের আহবায়ক কমিটি গঠন

আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা বিসিডিএস এর ৬ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে বাংলাদেশ কেমিস্টস এন্ড ড্রাগিস্টস সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে কার্যনির্বাহী সদস্য সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় মুজিবনগর সূর্যোদয় রেস্ট হাউসে মুজিবনগর উপজেলা বিসিডিএস এর ৬ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা বিসিডিএসের আহবায়ক কমিটির আহ্বায়ক সেলিম হোসেন খান, যুগ্ম আহ্বায়ক জালাল উদ্দিন, নির্বাহী সদস্য আসিফ আল মোনায়েম, আনোয়ার হোসেন লাল্টু, রহমানসহ গিয়াস উদ্দিন কে দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির নাম ঘোষণা করেন মেহেরপুর জেলা বিসিডিএস এর আহবায়ক রিনু।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা বিসিডিএস এর কার্যনির্বাহী সদস্য ইসমাইল হোসেন, কাজী খয়রুদ্দিন, সাইফুল ইসলাম, ইমন বিশ্বাস সহ সাংবাদিকবৃন্দ।

মেহেরপুরে কমছেই না সবজির দাম, অস্বস্তিতে ভোক্তারা

সবজি খ্যাত কৃষিনির্ভর জেলা মেহেরপুরে উৎপাদিত সবজির দামও ক্রেতাদের নাগালের বাইরে। করলা,ঝিঙা,চিচিংগা, কলা,পটল,বেগুন,পেঁপে, মিস্টি কুুমড়া, লাউ,ফুলকপি,বাঁধাকপি, ঢেঁড়সসহ বিভিন্ন শীতকালীন সবজি মেহেরপুরে উৎপাদন হলেও দাম যেন কমছেই না।

ক্রেতারা বলছেন, অন্যান্য জেলায় বছর এসময় মেহেরপুরে সব সবজির দাম কমে যায়। আর কৃষকরা বলছেন, বন্যা কবলিত জেলায় সবজি না হওয়ায় চাহিদা ভাল, দামও বেশি নিত্যপণ্য নিয়ে অস্বস্তি কাটছেই না। মাঝেমধ্যে দু-একটি পণ্যের দাম কিছুটা কমলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঊর্ধ্বমূল্য নিম্নআয়ের মানুষকে বেকায়দায় ফেলেছে। চড়া বাজারে সংসার চালাতেই হিমশিম খাচ্ছেন অনেকে। এ নিয়ে ভোক্তাদের অভিযোগ আর ক্ষোভের শেষ নেই।

মেহেরপুরে শীতের আগমনী বার্তায় বাজারে শীতকালীন সবজি উঠতে শুরু করলেও দাম কমেনি। আলুর দাম কেজিপ্রতি ৫ টাকা বেড়েছে। চড়া দামে আটকে আছে পেঁয়াজ। ডিম-মুরগির দাম কিছুটা স্থিতিশীল।

গতকাল রবিবার সকালে বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, শীতকালীন সবজির মধ্যে ঢ্যাঁড়শ, পটোল, ঝিঙে, চিচিঙ্গা ৫০-৬০ টাকা কেজি। যা গত সপ্তাহের চেয়ে প্রায় ১০ টাকা বেশি। এছাড়া বেগুন, করলা ও কাঁকরোল ৮০-৯০ টাকা ও পেঁপে ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কিছুদিন আগেও সরবরাহ কম থাকলেও এসব সবজির দাম এমনই ছিল।

বাজারে ফুলকপি ৮০ টাকা, লাউ প্রতি পিচ ৩০ টাকা থেকে ৩৫ টাকা, মিস্টি কুমড়া প্রতি কেজি ৪০ টাকা, কাচাকলা ৫০ টাকা, মুলা প্রতি কেজি ৭০ টাকা, শসা বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা থেকে ৫৫ টাকায়। কাঁচা মরিচের কেজি বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকা, বাজারে আলুর দাম কেজিপ্রতি ৫ টাকা বেড়ে ৬০-৬৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ভারত থেকে আমদানি করা পেঁয়াজ ১২০ টাকা এবং দেশি পেঁয়াজ ১৫০ টাকায় বিক্রি হতে দেখা গেছে।

দুই সপ্তাহ আগেও ডিমের বাজার ছিল অস্থির। প্রতি ডজন ডিম ১৬০-১৭০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। সরকার দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার পর এ ভোগ্যপণ্যটির দাম কমে ১৫০-১৫৫ টাকায় নেমেছে। তবে এ দাম সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি।

সবজি ক্রেতা হামিদুল ইসলাম বলেন, আমি দিনমজুর। একদিন কাজ হয়,একদিন হয়না। এতো দামের সবজি কিনে খাওয়া মুশকিল,চাল ডাল তো থাকলো। দুই তিন ররকমের সবজি আার রসুন পেঁয়াজ কিনতে টাকা শেষ।

ক্রতা মিনহাজুল ইসলাম বলেন,মেহেরপুরে সবজি ওঠার সময় দৃা খুবই কমে যায়।এবছর তার উল্টো। স্কুল শিক্ষক আতিয়ার রহমান বলেন, মাসিক যে বতন পাই তা দিয়ে বর্তমান সময়ে সংসার চালানো খুবই কঠিন। সবজির দামটা কমলে কিছুটা স্বস্তি পেতাম।

সবজি বিক্রেতারা জানিয়েছেন, শীতের সবজির সরবরাহ বাড়ছে। মেহেরপুরে উৎপাদিত সবজি ঢাকা,চট্টগ্রাম, সিলেট,বরিশালসহ ভিন্ন জেলায় রপ্তানি হওয়ায় দাম কমছেনা। আমাদের বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। তবে কিছুদিনের মধ্যে সবজির দাম কমে আসবে।

সবজি বিক্রেতা গাংনী বাজারের একরামুল হক বলেন, বাজারে শীতকালীন সবজি সরবরাহ শুরু হয়েছে। তবে আমরা খুবই কম লাভে বিক্রি করছি।

জেলার বিভিন্ন সবজি ভিন্ন জেলায় চলে যাওয়ায় কৃষকরা বেশি দাম নিচ্ছে।

ভাটপাড়া বাজারের সবজি বিক্রেতা মিলন ও আনারুল বলেন,কেবল শীত শুরু হচ্ছে। অনেক কৃষক আগাম সবজি লাগিয়েছিল। এখও অনেক কৃষক সবজি আবাদ শুরু করেছেন। তেমন সরবরাহ নেই। চাহিদা বেশি থাকায় দাম বেশি। তবে একযোগে সবজি উঠতে শুরু করলে দাম কমে যাবে।

বেগুন চাষি সাহারবাটি গ্রামের মুন্তাজ আলী জানান, সার, বিষসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কম দামে বিক্রি করা হলে আমাদের লোকসান হবে,তাছাড়া গাছে বেগুন কম ধরছে।

শ্যামপুর গ্রামের মুলা চাষি রহিদুল ইসলাম বলেন, কয়েক দিনের ভারি বৃষ্টিতে মুলা ক্ষেতে পঁচন ধরেছে। অনেকের জমির মুলা পানিতে নস্ট হয়ে যাওয়ায় মুলার চাহিদা বেশি।তাই দাম একটু বেশি হলেও জেলায় সবজির ভরা মৌসুমে মুলা বিক্রি করতে হয় ৫ টাকা কেজি। তখন আমাদের লোকসান হয়। পেঁপে চাষি ঢেপা গ্রামে তাপস জানান, উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় এবছর পেঁপে পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকা কেজি। ব্যবসায়ীরা কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করছে।

মেহেরপুর শহরের ডিম বিক্রেতা লোকমান হোসেন বলেন, সবজির দাম কিছুটা কমেছে, যে কারণে এখন ডিমের দামও কমে আসছে। ভোক্তারা তুলনামূলক কম দামে শীতের নতুন সবজি পাচ্ছে।

জেলা কৃষি অফিস জানিয়েছে, চলতি বছরে জেলায় মরিজ আবাদ হয়েছে ৪ হাজার ৫৩০ হেক্টর, কলায় ১ হাজার ৫৪৯ হেক্টর বাঁধাকপি ৮৯৯ হেক্টর, শীতকালীন সবজি প্রায় ৩০০ হেক্টর, পেঁয়াজ ৩৪৫ হেক্টর। তবে সবজির আবাদ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মেহেরপুর ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, আমরা সবজিসহ সকল পণ্য সাধারন মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে বাজার মনিটরিং করছি। অসংগতি পেলে অনেককেই আইনের আওতায় জরিমানা করছি। তবে বাজারদর বর্তমানে নিয়ন্ত্রনে আছে বলে দাবী করেন ভোক্তা অধিদফতরের এই কর্মকর্তার।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, মেহেরপুর একটি কৃষিনির্ভর সবজিখ্যাত জেলা। এখানে সব ধরনের সবজি উৎপাদন হয়। এখনও ভরপুর সবজি উঠতে শুরু করনি। যা উঠছে, তা জেলার চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জেলায় চলে যাচ্ছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষে

জেলার বিভিন্ন বাজার মনিটরিং করছি। তবে ভরা মৌসুমে সবজির দাম কমে আসবে।